কলকাতা হাই কোর্টে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার)

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১১ সালের সিআরআর ১২৩৮

২০১১ সালের সিআরএএন ১

লাভ জিঙ্গান

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য ঃ শ্রী সৌরভ চ্যাটার্জি, উকিল

শ্রী সৌম্য নাগ, উকিল

শ্রী নম্রতা চ্যাটার্জি, উকিল

শ্রী নম্রতা চ্যাটার্জি, উকিল

রাজ্যের জন্য ঃ শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, উকিল

শ্রী প্রতীক বোস, উকিল

শুনানি শেষ হয়েছে ঃ ৬ অক্টোবর, ২০২৩

রায় হয়েছে ঃ ১৩ই অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরীঃ

১) ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এই আবেদনটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ/৪২০ ধারার অধীনে ২০০৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি পার্ক স্ট্রিট পুলিশ স্টেশন মামলা নং ৪১-এর সাথে সম্পর্কিত কলকাতার প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন ২০০৯ সালের জিআর মামলা নং ৯৯৪-এর কার্যধারা বাতিল করার জন্য দায়ের করা হয়েছে।

২) সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আবেদনকারী সর্বশ্রী ক্যারিট মোরান অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন যিনি ১২ মার্চ, ২০০৯-এ পরিচালক পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন এবং তাঁর পদত্যাগ পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছিল। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে দরখাস্তকারীকে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা ১৩৮/১৪১ এর অধীনে চারটি ফৌজদারি মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছিল, বিপরীত পক্ষের ২ নম্বরের নির্দেশে যারা অভিযোগের চারটি পৃথক আবেদন দাখিল করেছিল।

৩) এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ধারা ১৩৮/১৪১ এর অধীনে অভিযোগের পূর্বোক্ত চারটি আবেদনের বৈধতা এবং রক্ষণাবেক্ষণকে চ্যালেঞ্জ করে চারটি পৃথক কার্যধারা গ্রহণ করেছিলেন এবং চারটি কার্যধারা পরবর্তীকালে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে বাতিল করা হয়েছিল। এটি বলা হয়েছে যে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যধারা শুরু হওয়া সত্ত্বেও, বিপরীত পক্ষ নং ২ কলকাতার বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগের আবেদন দায়ের করে অভিযোগ করে যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযুক্ত সংস্থাকে আন্তঃ-কর্পোরেট আমানত সরবরাহ এবং/অথবা মিটমাট করার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং আবেদনকারী আন্তঃ-কর্পোরেট আমানত বাড়ানোর জন্য সম্মত হন, ১০ এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে ৪৪১৮৮৮, ৪৪১৮৮৯, ৪৪১৮৯০ এবং ৪৪১৮৯১ নম্বর চারটি চেকের মাধ্যমে ৩,০০,০০,০০০ টাকা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদ, পার্ক স্ট্রীট শাখায় প্রতিটি ৭৫,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে।

৪) অভিযুক্ত কোম্পানী তাদের পক্ষ থেকে একটি ইঙ্গিতে আবেদনকারী কোম্পানীর কাছে ০৮৯৭৩৫ নম্বর ১০ই জুলাই, ২০০৭ তারিখে প্রদেয় ৩,০০,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করে। পরবর্তীকালে, একটি চিঠির মাধ্যমে অভিযুক্ত কোম্পানি আবেদনকারী কোম্পানিকে ৯ অক্টোবর, ২০০৭ পর্যন্ত আন্তঃ-কর্পোরেট আমানত বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করে এবং ৫০০০০ টাকা ফেরত দেয়। ৫ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ২,০০,০০,০০০ টাকার জন্য উক্ত মেয়াদী আমানত আরও ৯১ দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছিল,

এবং তারপর অভিযুক্ত কোম্পানি তার বর্তমান দায় মেটানোর জন্য চারটি ৫০,০০,০০০ টাকার চেক জারি করে, প্রতিটি অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উপর টানা। পরবর্তীকালে, সেই চেকগুলি অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, শেক্সপিয়ার সরণীর উপর টানা চারটি চেকের আরেকটি সেট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

৫) উক্ত চেকগুলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল এবং "অ্যাকাউন্ট বন্ধ" মন্তব্য সহ অবৈতনিকভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী অভিযুক্ত সংস্থা এবং তাদের পরিচালকদের বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে ২,৩৬,০০,০০০/- টাকা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন কিন্তু তা মেনে চলা হয়নি।

৬) এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত সংস্থাটি তার অর্থ ফেরত দেবে না বলে সামান্যতম সন্দেহ থাকলে অভিযোগকারী সংস্থাটি অভিযুক্ত সংস্থাকে অর্থ প্রদান করত না।

৭) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার বিধান আহ্বান করে বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্ক স্ট্রিট পুলিশ স্টেশন এবং পার্ক স্ট্রিট পুলিশ স্টেশন মামলা নং ৪১-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে অভিযোগের আবেদনটি প্রেরণ করেন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে আবেদনকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে অন্য পাঁচ পরিচালকের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

৮) আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সৌরভ চ্যাটার্জি জমা দিয়েছেন যে স্বীকারযোগ্যভাবে লেনদেনটি দুটি কর্পোরেট সংস্থার মধ্যে হয়েছিল, অভিযোগকারী সংস্থাটি অভিযোগ অনুযায়ী ক্যারিট মোরান এবং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডে আন্তঃ-কর্পোরেট আমানত করেছিল এবং কোম্পানিটিকে অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়নি।

৯) অতএব, এটা বলা যায় না যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুরু থেকেই আবেদনকারীকে প্রতারিত করার অভিপ্রায় ছিল। এটি আরও স্বীকারযোগ্যভাবে দাবি করা হয় যে কোম্পানিটি ১,০০,০০,০০০ টাকা ফেরত দিয়েছিল। সুতরাং, ধারা ৪২০ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪১৫ এর অর্থের মধ্যে প্রতারণার কোনও উপাদান থাকতে পারে না।

১০) এই মামলায় অভিযুক্ত কোম্পানি দ্বারা পরিচালকদের বিরুদ্ধে চারটি পৃথক কার্যধারা নেওয়া হয়েছিল এবং এই আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের চারটি আবেদনই এই ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছিল যে আবেদনকারীকে পরোক্ষ দায়বদ্ধতার সাথে বেঁধে রাখা যাবে না।

১১) রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী প্রতীক বোস বলেছেন যে কার্যধারাটিকে তার যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছানোর অনুমতি দেওয়া উচিত এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাতিল করা উচিত নয়।

১২) মামলার উপস্থিত তথ্য থেকে এটি স্বীকার করা হয় যে এফআইআরে কোম্পানিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। আবেদনকারীর দায়ের করা সম্পূরক হলফনামা থেকে আমি দেখতে পাই যে ২০১০ সালের ১৩০ নং চার্জশিট তদন্তকারী সংস্থা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করেছে এবং চার্জশিটেও কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়নি। এটি আর পুনরায় সংহতকরণ নয় যে দণ্ড আদালত ব্যতীত এবং এর জন্য বিশেষভাবে সরবরাহ করা একই বিধান ব্যতীত, কোনও অপরাধের জন্য সরাসরি অভিযুক্ত না হওয়া পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও পরোক্ষ দায়বদ্ধতা বিবেচনা করে না।

১৩) এখানে অর্থ অবশ্যই কোম্পানিতে জমা করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, কোম্পানিটি একটি কর্পোরেট সত্তা এবং একটি কৃত্রিম ব্যক্তি তার কর্মকর্তা, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করে।

যদি এই ধরনের কোম্পানি পুরুষদের সাথে জড়িত যে কোনও অপরাধ করে, এটি সাধারণত সেই ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং পদক্ষেপ হবে যিনি কোম্পানির পক্ষ থেকে কাজ করবেন এবং এটি আরও বেশি হবে, যখন অভিযোগটি একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র। কিন্তু যখন সংস্থাটি অপরাধী হয় তখন এই বিষয়ে কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের অভাবে পরিচালকদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরোপ করা যায় না। এই বিষয়ে আমরা (২০১৫) ৪ এস. সি. সি. ৬০৯-এ রিপোর্ট করা, সুনীল ভারতী মিত্তল বনাম কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, মামলার মাননীয় শীর্ষ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করতে পারি, যেখানে এটি স্থির হয়েছেঃ-

> "৪২) কোনও সন্দেহ নেই যে, কর্পোরেট সত্তা হল এমন একটি কৃত্রিম ব্যক্তি যা তার আধিকারিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করে। যদি এই ধরনের কোনও সংস্থা পুরুষদের কারণে জড়িত কোনও অপরাধ করে, তবে এটি সাধারণত সেই ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং পদক্ষেপ হবে যিনি কোম্পানির পক্ষে কাজ করবেন। এটি আরও বেশি হবে, যখন ফৌজদারি কাজটি ষড়যন্ত্রের কাজ। তবে, একই সময়ে, ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মূল নীতি হল যে কোনও পরোক্ষ দায়বদ্ধতা নেই যদি না সংবিধি নির্দিষ্টভাবে তা সরবরাহ করে।
>
> ৪৩) XXXX

৪৪) যখন সংস্থাটি অপরাধী হয়, তখন এই বিষয়ে কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের অভাবে পরিচালকদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরোপ করা যায় না। এরকম একটি উদাহরণ হল নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ১৪১ ধারা। অনিতা হাড়া (উপরে)-তে আদালত উল্লেখ করেছে যে, যদি সংস্থার ব্যবসাকে পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠীর অপরাধমূলক অভিপ্রায় থাকে, যা কর্পোরেট সংস্থার উপর আরোপ করা হবে এবং এই পটভূমিতে, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৪১ ধারাটি বুঝতে হবে। এই ধরনের অবস্থানটি বিধিবদ্ধ অভিপ্রায়ের কারণে এটিকে একটি কাল্পনিক কল্পকাহিনী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এখানেও, "আল্টার ইগো" নীতিটি শুধুমাত্র একটি দিকে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যেখানে ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের একটি গ্রুপের অপরাধমূলক অভিপ্রায় ছিল, সেটি হল সংস্থার সংস্থার প্রতি অভিযুক্ত করা হবে এবং উল্টো নয়। অন্যথায়, পরিচালক বা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত অন্য কোনও ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে, যার ফলে এই ধরনের ব্যক্তি কোম্পানির পক্ষ থেকে বা দ্বারা সংঘটিত কাজের জন্য দায়ী ছিলেন।"

১৪) তদন্তের পরেও এফ. আই. আর কোম্পানি সম্পর্কে নীরব ছিল, তদন্তকারী সংস্থা কোম্পানিটিকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করেনি যদিও এটি আন্তঃ-কর্পোরেট লেনদেন ছিল।

১৫) এই পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি যে ২০০৯ সালের ৫৫৪ নং জিআর মামলার কার্যক্রম কলকাতার প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন থাকা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের প্রকাশ এবং আমি আবেদনকারী লাভ ঝিঙ্গানের মামলাটি বাতিল করতে আগ্রহী। বিচারাধীন আবেদন, যদি থাকে, তা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১৬) এই রায়ের একটি অনুলিপি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

১৭) এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর দলগুলোর কাছে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly